গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,পাবনা জেলা, পাবনা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৫
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

পাবনা জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী / উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ০৩ বছরে এই জেলায় প্রায় ৬২০০ টি গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন, ১৯.০০ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন এর মাধ্যমে পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ০৪ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ৫৬টি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সচেতন করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

পাবনা জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটিতে শতভাগ সুপেয় পানি নিশ্চিত করা। জেলার প্রায় বেশকটি উপজেলাই সুপেয় পানি পাওয়া যায় কিন্তু সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলায় আর্সেনিক ও আয়রনের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি হওয়ায় এসব অঞ্চলে ৪০০-৫০০ ফুট গভীরতায় বোরিং প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ২৫০ ফুটের বেশি বোরিংয়ে পাথর পাওয়া যায়। ফলে ৪০০-৫০০ ফুট গভিরতায় বোরিং করতে গেলে উন্নত মানের মেশিন প্রয়োজন হয়, তাতে বোরিং চার্জ অনেক বেড়ে যায়। আবার, মাত্রারিক্ত আয়রন ও আর্সেনিক থাকলে অনেক ক্ষেত্রে পানি পরিশোধন প্লান্টের প্রয়োজন হয়। ফলে এসব অঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ করা চ্যালেঞ্জিং।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পাবনা জেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশকিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি প্রোথ সেন্টারে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ণ অভীষ্ট" এর লক্ষমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী, "২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা, খোলা জায়গায় মলত্যাগ নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা"।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন – ১৫৭১টি ।
- রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম- ২টি।
- কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন- ৩২টি।
- পৌর এলাকায় স্থাপিত নলকূপ/ উৎস- ৮টি।
- গৃহ সংযোগ- ১৫০টি।
- স্ট্রীট হাইড্রেন্ট- ৩০টি।
- কমিউনিটি টয়লেট নির্মান- ৬ টি
- কমিউনাল বিন- ৩০টি।
- ট্রান্সফার ষ্টেশন- ৪টি।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুলাই মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision): জনগনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশন এবং কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য এবং জীবন মানের উন্নতি সাধন করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা বিভাগের কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১. পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
২. পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ।
৩. পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলিঃ

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।